পরলোকে পন্ডিত অশোক রায়

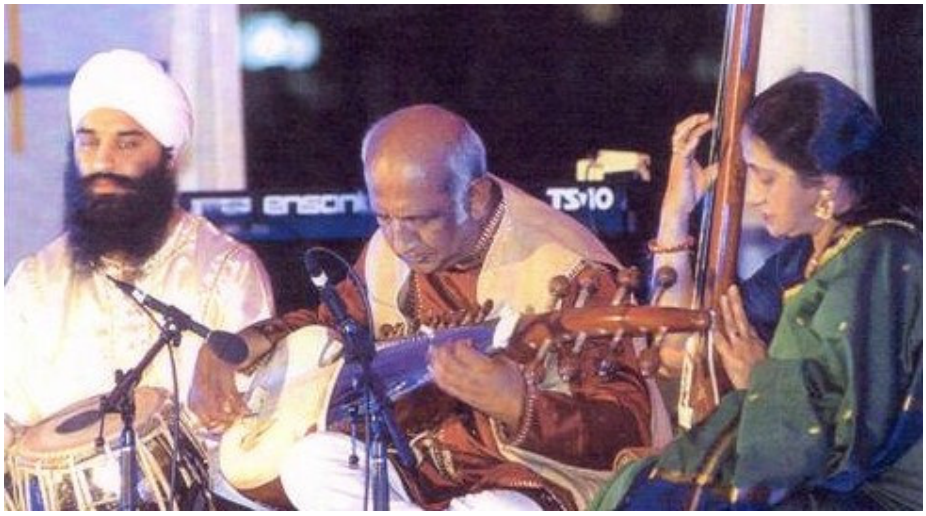

আমরা অত্যন্ত দু:খের সাথে জানাচ্ছি যে সিডনি-র ব্ল্যাকটাউনস্থ পন্ডিত অশোক রায় আজ সকাল ৭:১৫ মিনিটে পরলোক গমন করেছেন। তিনি বেশ কয়েক মাস ধরে নানারকম শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি।

পন্ডিত অশোক রায় এর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের খবর তাঁর পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে জানানো হবে।

পন্ডিত অশোক রায় পাক-ভারত উপমহাদেশে তথা সারা বিশ্বের একজন প্রথম সারির সরোদ বাদক। ১৯৩৭ সালের ১৬ই জুলাই উত্তর প্রদেশের দেরাদূণে জন্মগ্রহন করেন। বাবা শ্রী অনন্ত কুমার রায় ও মা যমুনা রায় এর প্রথম সন্তান শ্রী অশোক রায়। বাবা শ্রী অনন্ত কুমার রায় ওস্তাদ আলাউদ্দূন খাঁ সাহেবের ছাত্র ছিলেন। কাকা শ্রী সতিন্দ্রনাথ রায় পন্ডিত রবিশঙ্করের ছাত্র ছিলেন। বাবার কারণে বাড়ীতে গান-বাজনা - বিশেষ করে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর হোতো প্রায় প্রতিদিন। এমনই এক আলোকিত পরিবেশে বড় হতে থাকেন পন্ডিত অশোক রায়।

মাত্র ৫ বছর বয়সে তিনি তাঁর বাবার কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নিতে শুরু করেন। পাঁচ বছর পর তিনি তবলা শিক্ষা করেন আরো পাঁচ বছর।

মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি ভারতীয় সঙ্গীত জগতের কিংবদন্তী পুরুষ উস্তাদ আলী আকবর খাঁ সাহেবের কাছে সরোদ শিক্ষা শুরু করেন। মন-প্রাণ দিয়ে গুরুর সেবা করেন এবং তাঁর কাছ থেকে ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। সেই সাথে চলে তাঁর নিরলস সরোদ বাদন সাধনা।

১৭ বছর বয়সে অল-ইন্ডিয়া মিউজিক প্রতিযোগীতায় 'বেষ্ট মিউজিসিয়ান এওয়ার্ড' উপাধি লাভ করেন।

২২ বছর বয়সে তিনি অল-ইন্ডিয়া রেডিও তে যোগদান করেন। এসময় তিনি পন্ডিত রবিশঙ্কর, ইমনি শঙ্কর শাস্ত্রী, পান্নালাল ঘোষ প্রমূখ গুনী সঙ্গীতজ্ঞদের সান্নিধ্যে আসেন। এসময় পন্ডিত অশোক রায় রেডিও, টেলিভিশন এবং ভারতের জাতীয় সব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন। এ সময় উত্তর প্রদেশ সঙ্গীত পরিষদ পন্ডিত অশোক রায় কে ভারতীয় রাগসঙ্গীতে বিশেষ অবদানের জন্য 'ফেলোশীপ' প্রদান করে।

১৯৬৭ সালে পন্ডিত অশোক রায় ইউরোপের আমস্টারডাম, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, প্যারিস, ভিয়েনা এবং সিসিলি-তে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সরোদ বাজান এবং ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন।

১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ তিনি ফিজির সুভায় ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টারে 'ভিজিটিং লেকচারার' হিসেবে যোগ দেন। সে সময় তিনি অস্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সরোদ বাজিয়ে শোনান এবং বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের ওপর আয়োজিত সেমিনারে ভাষন দেন। এ সময় তিনি এবিসি টেলিভিশনের আমন্ত্রণে এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন।

১৯৮০ সালে পন্ডিত অশোক রায় মেলবোর্ণের প্রখ্যাত মোনাশ ইউনিভার্সিটিতে 'আর্টিস্ট ইন রেসিডেন্স' হিসেবে যোগদান করেন। এ সময় তিনি ভারতীয় রাগসঙ্গীতের ওপর শিক্ষাদান করেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সরোদ ও সেতার বাদনে অংশগ্রহন করেন।

১৯৮২ সালে তিনি যুক্তরাজ্য সফর করেন।

১৯৮৭ সালে তিনি মেলবোর্ণ ইউনিভার্সিটিতে 'ফ্যাকালটি অফ মিউজিক' এ শিক্ষকতা করেন।

১৯৮৮ সালে তিনি ভিক্টোরিয়ান কলেজ অফ আর্টস এ শিক্ষকতা করেন।

১৯৮৯ সালে পন্ডিত অশোক রায় অস্ট্রেলিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইস্টার্ণ মিউজিক, সিডনী র আর্টিষ্টিক ডিরেক্টর হিসেবে যোগদান করেন। এ সময় তিনি অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে সরোদ বাদন অনুষ্ঠানে ও মাল্টিকালচারাল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন। পন্ডিত অশোক রায় এখন পর্যন্ত এই পদে আসীন থেকে ভারতীয় রাগসঙ্গীতের বিকাশ ও এর ব্যাপক পরিচিতির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

ভারতীয় রাগসঙ্গীতের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তিনি ১৯৯০ সাল থেকে অন্যান্য দেশের যন্ত্রীদের সাথেও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন। ম্যাসেডোনিয়ান, দক্ষিন আমেরিকা, আফ্রিকান ও জাপানী যন্ত্রীদের সাথে তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন।

১৯৯৫ সালে ল্যারেকিন রেকর্ড কোম্পানী 'অশোক রয় - মাষ্টার অফ সরোদ ' শিরোনামে তাঁর একটি সিডি প্রকাশ করে। এ রেকর্ডটি সে বছর 'অস্ট্রেলিয়ান রেকর্ড ইন্ডাস্ট্রী এওয়ার্ড' লাভ করে।

পরের বছর পন্ডিত অশোক রায় ভারত, নিউজিল্যান্ড সফর করেন এবং সেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন।

পন্ডিত অশোক রায় আটলান্টা অলোম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় রাগ সঙ্গীত বাদনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন ১৯৯৬ সালে যেটি আটলান্টা অলোম্পিক অনুষ্ঠানে বাজানো হয়েছিল।